

## বিভক্তির সাতকাহন - ১৯

### ভজন সরকার

আমার স্কুলের বন্ধু প্রদ্যোত নন্দী । এক বর্ধিষ্ণু- পরিবারের ইচড়ে পাঁকা সন্তান । মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে এক অসাধারণ পারিবারিক ঐতিহ্য । পূর্ব-পাকিস্তানের ডাঃ বিধান রায় হিসেবে খ্যাত ডাঃ এম,এন, নন্দী আর মানিকগঞ্জের শিক্ষা-বিস্তার আর বাম-আন্দোলনের কর্ণধার অধ্যক্ষ প্রমথ নাথ নন্দীর আত্মীয় । পারিবারিক আর বৈঠক খানার রাজনৈতিক আলোচনা থেকেই দেশের রাজনীতির হাল-চাল সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল । আমার এ বন্ধুটি পড়ালেখার প্রতি নিদারুণ উদাসীন । তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে জাসদের একটা শক্তিশালী সংগঠন এ এলাকার প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজে সক্রিয় তখন । আমরা তখন বেশ জটিল বিতর্কে আবর্তিত , ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি আর জাসদের মধ্যে থেকে যে কোন একটি সংগঠনই হবে আমাদের বেছে নেবার দল । কিন্তু আমার বন্ধু প্রদ্যোত নন্দী এ সবার মধ্যে নেই - নেই পড়ালেখাতেও । রবীন্দ্র নাথ -বণিত তেরো-চৌদ্দ বছরের বালকের মতই বালাই আমার এই বন্ধুটি । এক অজ্ঞাত কারণে দেশের প্রতিও চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ । কে কখন কোথায় তার মাথায় ঢুকিয়েছে - সংখ্যালঘুদের কোন ভবিষ্যত নেই বাংলাদেশে ।

বস্তুবাদী তান্ত্রিকের মতো প্রতিটি কথার পেছনে যুতসই যুক্তি আর জাজ্বল্য উদাহরণ তার বক্তব্যকে অকাট্য করে তোলে । কথায় কথায় উদাহরণ টানে তার নিকট আত্মীয় ডাঃ এম,এন, নন্দীর । পঞ্চাশ-ষাট দশকের ঢাকায় ডাঃ এম,এন, নন্দী এক প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসকই শুধু নন - মানবতা আর মহানুভবতার এক অদ্বিতীয় কিংবদন্তি , ঠিক যেমনটি ডাঃ বিধান রায় কোলকাতায় । অথচ সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য ছোবল থেকে তাকেও রক্ষা করা যায় নি । এই মানুষটিকেও চরম নির্যাতন আর নিপীড়নে হতে হয়েছে দেশত্যাগী ।

কলেজ ছুটির অবসরের দিনগুলো কেটে যায় আমার এই নৈরাশ্যবাদী বন্ধুটির সাহচর্যে । আড্ডা শেষে তাতিয়ে ওঠার বদলে মূয়মান হয়ে পড়ি আমরা । আসলেই কি বাংলাদেশে কোন ভবিষ্যত নেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ? আমার বন্ধুটির যুক্তি সারাক্ষন ঘুরপাঁক খায় মাথার ভেতর ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে কখনই কি পৌঁছানো যাবে না প্রতিটি সিঁড়ির শীর্ষে ? মেধা আর যোগ্যতার মাপকাঠিতে উতরে গেলেও শুধুমাত্র এক জন মানুষের জন্মগত অবস্থান-যার জন্য সে কোন ক্রমেই দায়ী নয়- সে অপরাধই কী তাকে বেঁধে রাখবে সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছনের পথে ? আজ প্রায় দুই দশক পর অমোঘ বেদনায় লক্ষ্য করি -ঠিকই তো, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কতটুকু সফল নিজ নিজ ক্ষেত্রে - কতটুকু যোগ্য সম্মানই বা পেয়েছে ? আমার পাগলাটে বন্ধু প্রদ্যোত নন্দীর কথা কী নির্মম বাস্তবতায় প্রতিফলিত আজ !

ধর্ম নিরপেক্ষতার পটভূমিতে সৃষ্ট একটি দেশ কী অদ্ভুত নীরবতা আর নির্লজ্জতায় পর্যবসিত হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন আর নিপীড়নের বধ্যভূমিতে । ত্রিশোর্ধ বয়সী বাংলাদেশে একটি উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না , যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উঠতে দেয়া হয়েছে সাফল্যের শীর্ষ বিন্দুতে । প্রায় দেড় কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আজ কত জন সচিব, কতজন রাষ্ট্রদূত, কত জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কতজন বিচারপতি, কতজন সামরিক উচ্চপদ মর্যাদায় আসীন , কতজন মন্ত্রী আ র সংসদ সদস্য ?

কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংখ্যালঘু বাবা-মা কী কখনো স্বপ্ন দেখতে পারে তাদের সন্তান হয়তো একদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হবে ? কিংবা অলঙ্কৃত করবে নিতান্তই কোন উচ্চ সরকারী -বেসরকারী পদমর্যাদা ? নিজের সন্তানকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখাতে না পারার বেদনা যে কী ভয়ঙ্কর আর মর্মভেদ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ছাড়া আর কে বুঝবে তা ? এক সীমিত স্বপ্ন ঘেরা চাদরে আচ্ছাদিত প্রজন্মকে আর কতটুকু মিথ্যে স্বপ্নে মোহিত করে রাখা যায় ?

আজ অভিবাসী জীবনে যখন কথা ওঠে বৈষম্যের ,ভাষা-বর্ণ আর জাতিগত ব্যবধানের ; পেছনে ফেলে আসা অতীত নির্মম বাস্তবতায় কশাঘাত করে । আজ আমার কুঁড়িয়ে নেয়া দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে সমানাধিকারের যে মর্যাদাটা অন্ততঃ কাগজে -কলমে দিয়েছে, পূর্ব-প্রজন্মের ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমার জন্মভূমি সেই মর্যাদাটাই কেড়ে নিয়ে নামিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় সারিতে । আমরা যারা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমান মর্যাদা দিতে পারিনি কিংবা ব্যর্থ হয়েছি লড়াইয়ে, কী অমোঘ বেদনায় নিজেরাই নিপতিত হয়েছি সেই বৈষম্যের যঁতাকলে এই অভিবাসনের বিভূই -বিদেশে !

আমার পাগলাটে বন্ধু প্রদ্যোত নন্দীর কথা মনে পড়ে আবারও - আসলেই কী সংখ্যালঘুদের কোন ভবিষ্যত নেই এ পৃথিবীর কোথাও ?

(চলবে)

॥ অক্টোবর, ২০০৬, কানাডা ॥ [sarkerbk@gmail.com](mailto:sarkerbk@gmail.com)